শ্মশানের ফুল

——:oo:——

কবিতা।

যেই মুখখানি হায় অতুল ধরায়,
কি যৌবনে কি বয়সে, স্নিগ্ধ যাহা প্রেমরসে,
সেই চিত্র ক্ষীণাঙ্কিত করেছি হেথায়,
বিষাদের চিত্রপটে নয়নধারায়।

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বিরচিত ও প্রকাশিত ;
১৪।১ বেনেটোলা লেন,
কলিকাতা।

মূল্য ৷৷০ দুই আনা
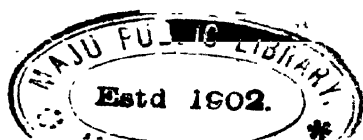
ভূমিকা।

যে অবস্থায় চন্দ্রশেখর বাবু "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" লিখিয়াছিলেন, আমিও তদবস্থায় পতিত হইয়া "শ্মশানের ফুল" লিখি। সন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমে এই কবিতা কয়টি আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সমালোচনার তীব্র দংশনের ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহস করি নাই। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তির উৎসাহে এই গ্রন্থখানি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

বঙ্গভাষায় স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষে কোন কবিতা পুস্তক আছে কি না আমি জানি না। আমার উদ্দেশ্য কাঁদা, কাঁদিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি আমি অলীক স্বপ্ন অনুসরণ করিতে যাই নাই, আমার ঘটনা যথার্থ।

সোদরপ্রতিম প্রিয়সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই কার্য্যে আমাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি ঐরূপ সাহায্য না করিলে এই কবিতা কয় ছত্র প্রকাশিত হইত না। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

১৪।১ বেনেটোলা লেন,

কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৫।

কামনা ।

হে সুধা ! প্রতুল ! সাহিত্যের বিশাল কাননে
পশিবে যখন, ভুলিওনা—রেখো এরে মনে :
জনকের সর্ব্বনাশ—কামনার বিষপান
যাতনার শরশয্যা—হৃদয়ের মর্ম্মগান
স্মৃতির সমাধি--বাসনার খাণ্ডবদহন
শান্তির প্রলয়—সৌভাগ্যের চিরনির্ব্বাসন
নিরাশার লক্ষ্যবেধ—আকাঙ্ক্ষার কারাগার
বিষাদের কুরুক্ষেত্র—জীবনের হাহাকার :
আছে বটে জননীর চিত্র প্রতিকৃতি ঘরে
এটী আরো একখানি দেখিও নয়ন ভ'রে,
কি জানি কি আছে শাপ বুঝি এর অন্ত নাই
আমিও জননীহীন তোরাও শৈশবে তাই ।
আর না আর না দেব ! হয়েছে যথেষ্ট মোর
এইখানে হয় যেন শাপ নিশা অন্ত ভোর ।

সূচীপত্র।
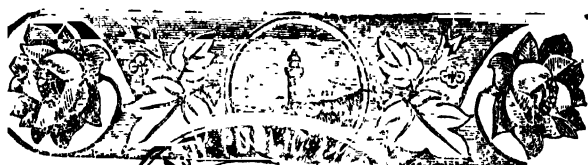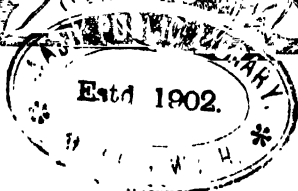
শ্মশানেরফুল।

প্রতিধ্বনি।

মুখ দেখে যারা, দেখেনা অন্তর তারা,
অনভিজ্ঞ-হৃদয়-বেদনা।
তৃষায় শুষিয়া ফেলে নয়নের ধারা,
বিষাদের বিষম যাতনা।
মুখ চিনি যার চিনিনা হৃদয় তার
জানিনাকো চরিত্র কেমন।
কিরূপে বলিব আমি কিবা আছে কার
অন্তরেতে নিহিত গোপন?
অপূর্ণ কামনা কারো আত্মঘাতী হয়
নিরাশার দক্ষিণ মশানে;

শ্মশানের ফুল।

কত চিতা জ্বলে, কত জ্বলে নিবে যায়
জীবনের জ্বলন্ত শ্মশানে।
উল্লাসে উৎফুল্ল কারো হৃদয়ের দল
অভিনব অনুরাগ বশে।
কাহারো শুকায় সদ্য প্রণয়-কমল
হৃদয়ের মানস সরসে।
হেথা কত কেহ আসে কত কেহ যায়,
ব্যস্ত সবে কাযে আপনার।
চরণের ধারে যেই ধরণী লুটায়
সেধারে চাহেনা একবার।
কত কেহ ঢাকি মুখ দূরে যায় সরে
জীবনের উদ্দেশ্য বিফল।
নাহি কি একটী প্রাণ ব্যথিতের তরে
ঝরে যার ফোঁটা দুই জল।
কেহবা নিকটে আসি সান্ত্বনার ছলে
ঘৃণা ভরে দু'টো কথা কয়।
কেহ বা চলিয়া যায় দলি পদতলে
নিরাশায় বিষণ্ণ-হৃদয়।
দেহ জর্জ্জরিত, মন বিষাদে মগন
উপেক্ষার কটাক্ষের বাণে।
কারে দেখাইব করি হৃদি উন্মোচন
যে অনল পুষিয়াছি প্রাণে?

কেন মানবেরে ? নাহি অন্য এ ধরায়
কেহ ? ধরা কি মানবময় ?
আছে রবি শশী তারা গগনের গায়
আছে বনে বিহগ নিচয়।
তারা জানে দহিছে জীবন কি আগুণে—
তারা জানে হৃদয়ের ক্লেশ—;
জানিয়া না জানে নর শুনিয়া না শুনে
দুঃখ তার পরশে না কেশ।
ডাকিলে না দেয় সাড়া নিজ কাযে ধায়
নিজ দুঃখে কাতর পাগল ;
পরের ঝরিলে অশ্রু উপেক্ষায় চায়
দুঃখ তার ভাণ অবিরল।
চাহিনা মানব আমি চাহিনা আদর
বনের বানর যদি হয়
সেও ভালো, দণ্ড দুই মিশায়ে অন্তর
মরমের কথা যদি কয়।
জানি আমি মানব যে পৃথিবীর সার
তার তরে এ বিশ্ব জগৎ !
তারি তরে হেথা প্রণয়ের অবতার
কিন্তু তার ব্যভার অসৎ।
নন্দনের কল্পতরু মায়া দেবতার
প্রণয় সে কণ্টকিত ফুল ;

কাঁটা তার কনকের, পাতা মুকুতার
অজগর-বিজড়িত মূল।
স্বরগের শাপভ্রষ্ট দেবের সঙ্গীত
অনুরাগ অমর ধরায়।
যাহার জীবনে পশে সে হয় মোহিত
মরণ সে মরতেতে পায়।
প্রণয়ের রঙ্গভূমি স্থান তপস্যার,
যৌবন সে দেবের মন্দির,
জীবনের লীলাগার কীর্ত্তি বিধাতার
যেথা শশী অনন্ত মিহির।
প্রণয়ের অনুরাগ যৌবন জীবনে
সৌন্দর্য্য সে বিধাতার লীলা,
চির-পূর্ণিমার চাঁদ শারদ গগনে
জাহ্নবী সে পবিত্র-সলিলা,
এ সৌন্দর্য্য নাহি যার খালি তার বুক
প্রাণ তার ভগ্ন বিপর্য্যয়,
বসন্ত উষায় দেখে সায়াহ্নের মুখ
সে জীবন ঝড় বজ্রময়।
শুনে যা বিহগ! মোর মরমের গান
দেখে যারে হৃদয়ের চিন।
গাও উচ্চে কাননের সরল পরাণ
এ জীবন সঙ্গিনী-বিহীন।

মানবের কাণে যেন পশেনা এ স্বর
তাদের যে পরাণে পাষাণ—;
কে জানে গলাবে কিনা তাদের অন্তর
এ আমার বিষাদের গান।
খেলুক সে প্রতিধ্বনি গগনে গগনে
রবি তারায় তারায়—;
হোক বান্ধা বিষাদের গহন কাননে
প্রতিহত উষায় সন্ধ্যায়।

-:০:-

কণ্ঠহার।

আয়রে বিষাদ! জীবনের নিঠুরা সঙ্গিণি!
মরণের অন্ধকারে আবরিয়া তনুখানি,
শ্মশানের ভস্মরাশি—মানবের ছিন্নআশা—
দগ্ধ-হৃদয়ের অশ্রু,—নষ্ট-স্নেহ ভালবাসা,
প্রণয়ের পরিণাম—শত্রুতার অবসান
মাখি অঙ্গে আয় শোক! শুনিতে আপন গান
ডেকে আন্ অশ্রুনীরে তোর প্রিয় সহচরে
অঙ্কিত কপোলে আর অবসন্ন কলেবরে।
আয় শোক সহচরি! আয় তোর গলা ধরি
বারেক কাঁদিগো আয় তোর তরে প্রাণেশ্বরি!

শ্মশানের ফুল।

যাবেনা যাবেনা বৃথা প্রিয়ে! প্রণয় তোমার,
যাবেনাকো বিফলে—বিদায় তোমার আমার,
প্রণয়ের বিদায়োপহার—ফোঁটা দুই জল—
নিতান্তই তব তরে ঝরিবেক নিরমল।
অশ্রুসিক্ত মৃত্তিকাতে অঙ্কুরিবে যে মুকুল
জন্মিবে নূতন তরু ধরিবে নির্ম্মল ফুল।
যে কেহ আসিবে হেথা লভিবে সুরভি বায়
শোকের বিরাম হবে ইহার শীতল ছায়।
জুড়াইবে কুসুমের নির্ম্মল মাধুরি হেরি
সন্তপ্ত পথিক যারা থাকিবে ইহারে ঘেরি।
কত ফুল আছে সাহিত্যের বিষাদ উদ্যানে
কত বিষাদিত প্রাণ—বিরাজিছে এইখানে;
ক'জনা তাদের পানে চেয়ে দেখে মুখ তুলে
ক'জনা তাদের হেরি আত্মহারা হয় ভুলে।
বিরলে হেরিব আমি বিরলে লভিব সুখ
লোকমাঝে লোকলাজে ঢাকিয়া রাখিব মুখ।
হৃদয় কাঁদিলে পরে চাহিব তোমার পানে
বিষাদের ফুল তুমি তুষিবে বিষাদ গানে
যদি কেহ আসি হেথা চাহে উপেক্ষার ভরে
এ সুন্দর ফুল মম নহেগো তাদের তরে।
উপেক্ষার বিষবাণ হেরিলে ঝরিয়া যায়
তাহাদের আঁখি যেন নাহি এর পানে চায়।

উপহাসে কাজ নাই থাকুক ওখানে উটি
শ্মশানের ফুল ওযে—শ্মশানে থাকিবে ফুটি।
যৌবনের সম্ভাষণে—হর্ষবিষ্ফারিত মনে
রোপেছিনু দু'জনায়, যে সাধের কুঞ্জবনে
সাধের কুসুম তরু, প্রেমের বিলাসাগার
বিনামেঘে বজ্রপাতে হয়েছে বিনাশ তার।
ফুটেনা কুসুম আর ছুটেনা সুবাস তার,
গাহেনা বিহগ গান বিলুণ্ঠিত রত্নাগার।
না বহে মলয়ানিল, না পশে কৌমুদিকর,
কুঞ্জবন মরুভূমি—নিরালয় ভয়ঙ্কর।
ঝরিয়া গিয়াছে পাতা, শুকায়ে গিয়াছে লতা
তরু নাহি দেয় ছায়া হইয়াছে বজ্রাহতা,
কেবল সে শুষ্কলতা তরুরে জড়ায়ে আছে
তরু না ফেলায় টানি ছিন্ন হয়ে যায় পাছে,
কে জানে কাহার ভরে দাঁড়াইয়া আছে তারা
ছিঁড়িলে বল্লরী যদি তরুবর হয় সারা!
কাজ কি ছিঁড়িয়া তারে থাকুক সে ঐখানে
আজীবন তরু তারে রাখুক আপন প্রাণে।
এস হে বিষাদ! সৌভাগ্যের অনন্ত বিদায়
কামনার বিসর্জ্জন দাও জ্বলন্ত চিতায়।
থেকো কাছে আশে পাশে জীবনের সহচরি!
স্খলিত চরণ হ'লে উঠাইও হাত ধরি।

করিয়াছি আবাহন—করো' এই বরদান
বল্লরীর প্রেম যেন ভুলেনা তরুর প্রাণ,
সময়ের আবরণ করিবারে বিমোচন
একমাত্র অবলম্ব তুমি; খসিবে যখন
ব্রততীর প্রেম-আলিঙ্গন. তরু দেহ হ'তে
সময়ের তাড়নায়, জাগাইয়া বিধসতে
পরিচিত স্মৃতি, উত্তেজিত করিয়া বিষাদে,
'শোকারি' কালের নাম ঘুচাইবে অবিবাদে।
বাঁধিও যতনে যেন না হয় স্খলিত চ্যুত
যাবত না হয় তরু দাবদগ্ধ ভস্মীভূত।
আগে যদি জানিতাম—সংসারের এত জ্বালা
তা'হলে কি পরিতাম প্রেম সঞ্জীবনী-মালা।
প্রণয়-কলিকা গুলি একে একে তুলিতাম
ধীরে ধীরে খরস্রোতে সিন্ধুনীরে ঢালিতাম।
দেখিতাম যাবত না আঁখি অন্ধকার পার
অনুরাগ অশ্রুবারি ঢালিতাম অনিবার।
কে আর স্বেচ্ছায় বল নিগড় পড়িতে চায়?
কোমল কুসুম হার কে আর ঠেলিবে পায়?
জীবনের ঊষার আলোকে, ভাতিত যখন
দূরে, যৌবনের ছায়া, ক্ষীণ-রেখার মতন,
আধ আলো—অন্ধকারে, কি স্বপনে জাগরণে,
দেখিতাম সে সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাস, বিমোহিত মনে।

সীমা হ'তে সীমান্তর দীপ্ত যার হেমাভায়,
ভূলোক দ্যুলোক মাঝে নাহি তার তুলনায়।
আলেয়ার প্রতারণে ভুলে যথা পথিকেরা
যায় দিগন্তরে, কিম্বা ভ্রান্ত নাবিকেরা
সাগর কন্দরে, পড়ি জালে মৃগ-তৃষিকায়
কাঁদে যথা মৃগশিশু মরুভূমে পিপাসায়
কিম্বা জুড়াইবে বলি, পশে পতঙ্গ অনলে
অথবা অয়স ধায় দূর অয়স্কান্ত বলে।
তেমতি রূপের তৃষা প্রেমের বিলাস হাসি,
প্রণয়ের ধ্রুব তারা, আকর্ষিল, হেথা আসি।
কে জানে কেমন শক্তি প্রেমের মোহন বলে,
হেনকালে অলক্ষিতে জড়াইয়া দিল গলে
সুবর্ণ কুসুমদাম অনাঘ্রাত পরিমল;
স্বর্গীয় কৌমুদীময় অলৌকিক হৃদিবল
শোকে সুখে কি সন্তাপে অবিচ্ছিন্ন সহচরী
শান্তির ত্রিদিব ছায়া অঙ্কিত জীবনোপরি।
সে যে আঁধারের ফুল আঁধারে থাকিত ফুটি
আঁধারে ঝরিত তার শিশিরাক্ত আঁখি দু'টি;
শোকের বিরাম সে যে অশ্রুধারা তিতিক্ষার
শান্তি উপেক্ষার, পুলকের দ্যুলোক-বিহার।
কতদিন এ জীবনে উঠিয়াছে শশধর
বলিয়াছি "প্রণয়িনী" শুনিয়াছি "প্রাণেশ্বর"

শ্মশানের ফুল।

ডুবিয়াছে সে শশাঙ্ক সুনীল গগনগায়
কে বলিতে পারে উঠিবেনা সে যে পুনরায় ?
কিন্তু হায় ! উন্মাদক "প্রণয়িনী, প্রাণেশ্বর"
হৃদয়ের বীণা-যন্ত্রে বাজিত যে মধুস্বর ;
এখনো সে চির পরিচিত, বীণার ঝঙ্কার,
বাজিছে হৃদয়ে মম ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তার
(নিরাশায় স্তব্ধ কর্ণ) শুনিতে কি পাব আর
এ জনমে কিম্বা মরণের যবনিকা পার ?
যে মুহূর্ত্তে বিদ্যুদ্দাম স্নেহে ধরিলাম গলে
ছুটিল তড়িত-স্রোত হৃদয় আকাশ তলে,
সে মুহূর্ত্ত আহা ! মানসের জনম নূতন,
বিষাদের বিসর্জ্জন, সৌভাগ্যের আবাহন
অশান্তির উৎবন্ধন, প্রণয়ের প্রাণ-পণ
উৎস উৎসবের, কামনার ক্ষীরোদ মন্থন।
জীবনের অভাব অভাব যুগল মিলন
জগতের মোহ-মন্ত্র প্রণয়ের উচ্চারণ
জগতের প্রতি পরমাণু নূতনতা মাখা
প্রকৃতির পতাকায় যুগল চরিত্র আঁকা।
শান্তির ত্রিদিব মঞ্চে সৌভাগ্যের অভিনয়
অভিনেতা প্রেম, শ্রোতা তার ঐশ্বর্য্য প্রণয়,
ছুলিছে বিজলী-হার বিজলী আলোক তার
ভবিষ্য-তিমির-গর্ভ উজলিছে বার বার,

অন্ধকার ভাগ করি ক্রমে ক্রমে অগ্রসরি
পথ দেখাইয়া চলে শৈশবের সহচরী,
যৌবনের প্রণয়িনী প্রণয়ের যজ্ঞস্থলে
গরল যাহাতে উঠে অমৃত যাহাতে ফলে।
আধেক জীবন কণ্টকিত সংকীর্ণ পন্থায়
পুষ্প সুরভিত পথে ভ্রমিয়াছি দু'জনায় ;
পেয়েছি বিষমাঘাত কণ্টকের যাতনায়
চিহ্ন যার রক্ত-বিন্দু সমস্ত জীবনে গায়
লভিয়াছি সুখ কুসুমের সুবাসে শোভায়
নন্দনের পারিজাত লুটায়ে গিয়েছে পায়
সুখের দ্বাদশ-বর্ষ হাত ধরাধরি করি
ভ্রমিয়াছি বনে বনে যাপিয়াছি বিভাবরী।
হেরিয়াছি উদয়াস্ত শশীর সাগর কূলে
নবীন রবির ছবি দেখেছি দিগন্তমূলে।
প্রকৃতির মাধুরীর নিমন্ত্রণ গান শুনি
ছিলাম দু'জনে আপনাতে পাশরি আপনি।
যেতাম যাদের কাছে ডাকিয়া আদর করে
দিত যা তাদের ছিল যতনে অঞ্চল ভরে।
কখনো সাগরে ভাসি তরঙ্গের ঘায় ঘায়
প্রেমের সুবর্ণ তরি দিগন্তের অন্তে যায়
উপহার দিত লহরীর কবরী ভূষণ—
জলধির রত্ন-রাশি মানবের আকিঞ্চন।

অযাচিত পেতো দান আকাঙ্ক্ষা- রহিত প্রাণ
কেন বা তাদের পানে চাবে লোভে দু'নয়ান।
কে জানিত এসংসারে ক্ষুদ্র এই প্রাণাধারে
কত সুখ কত দুঃখ কত কি থাকিতে পারে?
নিরানন্দ স্রোত—হরষের উৎসব সঙ্গীত
আশার ছলনা মায়া ভ্রম সংজ্ঞা বিজড়িত,
সদসৎ মিলন বিচ্ছেদ প্রেম অপ্রণয়
হাসি কান্না শোক শান্তি পাপ পবিত্রতাময়
নিরাশা লাঞ্ছনা—কল্পনার আশ্বাস বচন
নিদাঘের তাপ, শীত, বসন্তের সমীরণ
শরতের চাঁদ, মেঘমুক্ত অরুণ কিরণ
শোভে যুগপৎ এজীবনে জনম মরণ।
যাহার কিরণে দীপ্ত অমাবস্যা অন্ধকার
যার সমাগমে কারাগার পুলক আগার
দিবস যামিনী সম নক্ষত্র-খচিত হয়
শারদ শশাঙ্ক উঠে মৃদু সন্ধ্যানিল বয়;
হেমন্তে বসন্ত আসে অমায় চন্দ্রমা হাসে
প্রফুল্লিত হৃদাকাশে ফুল্ল শতদল ভাসে।
যার হাসি মুখে প্রফুল্লিত বিষণ্ণ সংসার
যার অশ্রুজলে মসি সিক্ত জীবন আঁধার।
যার সহবাসে নরক যে স্বরগ আমার
মরুভূমি কুঞ্জবন—নিগড় কুসুম হার

যাতনা বিশ্রাম—বিষাদও যে সুখের আধার
প্রলয় প্লাবনে সে যে সুখ শৈলেন্দ্র-বিহার।
যাহার অভাবে জীবনের পূর্ণিমা নিশায়
চিরাবৃত সুখ বিষাদের তামসী ছায়ায়।
নীরব কবিতা ভাষা সঙ্গীত সমাধিগত
হৃদয় উদ্যমশূন্য যৌবন আঁধার মত।
হতাশ প্রণয়ে আক্ষেপের সম্পূর্ণ বিকাশ
ঔদাসীন্য সর্ব্বকার্য্যে নিয়ন্তায় অবিশ্বাস।
সেই বুকভরা ধন কুসুমের কণ্ঠহার
ত্রয়োদশ বর্ষে একদিন শেষ বরিষার
শিখর বিহার হতে নীচে নামিবার কালে
স্খলিত চরণে, বিজড়িত কণ্টকের জালে
প্রেমময় দাম, ভরে দেহ পড়িল ভূতলে
পালটিতে আঁখি কণ্ঠহার ছিঁড়িল সবলে!
শরীর চেতনা হারা ছিল 'অবনীতে' মিশে
সঞ্জীবনী মালা গেছে জীবন বাঁচিবে কিসে?
শৈশবে বাঁধিল যারে অঞ্চলের গ্রন্থি দিয়া
যৌবনে তাদেরে নিয়ে হিয়াতে বাঁধিল হিয়া।
সেই সহচরী প্রণয়ের গ্রন্থিচ্ছেদ করি
বিজনে বিহরে অজ্ঞাত পদবী অনুসরি।
সে অবধি এজগতে ভ্রমি আমি আত্মহারা
যেন সৌর জগতের কেন্দ্রভ্রষ্ট গ্রহ তারা।

লক্ষ্যহীন, সত্যে মিথ্যা, নূতনে পুরান জ্ঞান
অসামর্থ্য স্মৃতি ভুলে যায় হৃদয়ের গান ;
পর্ব্বতে বুদ্বুদ ভাসে অনল সাগর গায়
উচ্ছৃঙ্খলে অনিয়মে জীবন বহিয়া যায়।
না ফুটিতে ফুল শোভা সুবাস ঝরিয়া যায়
না উঠিতে মিশে শশী নীল গগনের গায়।
না হইতে শতাব্দীর চতুর্থাংশ সমাপন
জীবনের মহাব্রত সৌভাগ্যের উদ্যাপন।
বহুক্ষণ পরে চেতনায় বিষম যাতনা
পশিল হৃদয়ে, বিষাদের পূরিল বাসনা।
বিষাদের হাত ধরে উঠিলাম ধীরে ধীরে
মেলিলাম আঁখি, চারি দিক্ আচ্ছন্ন তিমিরে।
মধ্যাহ্নে রজনী হেরি আশঙ্কা হইল প্রাণে
কে যেন কোথায় থেকে বলে দিল কাণে কাণে
সেই কুসুমের হার বিজলী আলোকাধার
নাহি গলে তোর কিসে তোর ঘুচিবে আঁধার
বিজলিরে যথা অনুসরে অশনি নিপাত
দিবা রজনীরে ; অনিচ্ছায়, তেমতি এহাত
কণ্ঠ পরশিল, নাহি সেথা সে অমূল্য-হার
দরিদ্রের কহিনুর জীবনের অহঙ্কার,
শেষ বরিষায়, মনে হলো শিথর বিহার
স্খলিত চরণে, বিখণ্ডিত গ্রন্থি মালিকার

কণ্টকের জালে, জীবনের অতট পতন
চেতনা রহিত, বিষাদের মন্ত্র সঞ্জীবন।
কে জানিত আগে ফুলদল কঠিন এমন
কর্কশ তেমন, তুষারের সন্তাপ যেমন।
ঘুচিয়াছে কণ্ঠহার, ঘুচে নাই সব তার
এখনো এখনো কণ্ঠে ক্ষত দাগ চক্রাকার;
প্রত্যেক পরশে ক্ষত দ্বিগুণিত যাতনায়
বিষম বেদনা জ্বালা আর নাহি সহা যায়।
সান্ত্বনা মলয়ানিলে কিম্বা স্নিগ্ধ বিলেপনে
শতগুণ উঠে জ্বলি অনিবার্য্য হুতাশনে।
ছিঁড়িয়াছে কণ্ঠহার নাহি কি গলায় হার?
আছে হার সন্তাপিত বিষাদের অশ্রুভার।
না বহে মলয় বায়ু যেমন বহিত আগে
নিরাশ হৃদয়ে আর কিছু নাহি ভালো লাগে।
হেমন্তের শিশিরাক্ত বসন্তের ফুলভার
রমনী অধর নেত্রে নাহি মধুরতা আর
মেঘেতে বিজলী হাসি শারদ পূর্ণিমা আলো
কালের শাসনে আজ সেও ত না লাগে ভালো।
এ জীবন সাহারায় মৃত্যু সুশীতল জল
নিরাশ্রয় উপায়হীনের শরণ সম্বল
মরণ জাহ্নবী জলে যাতনার মুক্তিস্নান
মরণের কোলে জুড়ায় এ তাপদগ্ধ প্রাণ।

শ্মশানের ফুল।

কে জানে মানব কেন মরণেরে নাহি চায় ?
ম'লে শোক ঘুচে নিরাশার আগুন নিবায়।
এ জনমে দেখা যায় পাবো কি না পাবো আর
মরণের অন্তরালে পেতে পারি দেখা তার।
চারি চক্ষে সেই দিন না যদি হইত দেখা
তা'হলে কাটিত সুখে সারাটি জীবন একা।

সময়শিক্ষক।

সময়! তোমার কোলে হ'য়েছি পালন,
তোমার আজ্ঞায় বহি এ পাপ জীবন,
আসিলাম এ জগতে প্রথম যখন
নিজে আছি এই জ্ঞান ছিলনা তখন।
পরে শিখিলাম 'আমি' তব মহিমায়
'তোমার' 'আমার' ভিন্ন 'তোমায়' 'আমায়'।
'আমি' দৃশ্যমান ধরা হইতে পৃথক্
বোধোদয় স্মৃতিলাভ হইল কতক
ধীরে ধীরে স্মৃতি আসি করিল সঞ্চয়
জ্ঞান চিন্তা নানাভাবে পূরিল হৃদয়।
কে জানিত সে সময় প্রেম কি জিনিষ
তুমি ঢেলে দিলে হৃদে প্রণয়ের বিষ।
তুমি শিখাইলে পোড়া পরের ভাবনা
অর্থলাভ অনুরাগ দুর্জ্জয় কামনা।

সময়! সাদরে আজি শিখাও আমায়
জীবনের প্রণয়িনী নাহি এ ধরায়।
কেন হে বিরত আজি শিখাতে আমায়
শৈশবের সহচরী নাহিক হেথায়।
আঁখির আড়ালে যেতে দিতাম না যারে,
জনমের শোধ বিদায় দিয়াছি তারে।
বহুতর দুঃখ কষ্ট জ্বলিছে পরাণে
জুড়ায় সে সব সান্ত্বনা শীতল গানে।
কিন্তু এই চিরকাল দহিবে জীবন,
এজনমে দেখা তার পাবনা কখন।
পারিলে না শিখাইতে আজিও আমায়
যৌবনের সোহাগিনী নাহি এ ধরায়।
বল কতদিন এরূপে কাটিবে আরো
সন্দেহ শিখাতে তুমি পারো কি না পারো।
কখনো ঘুমের ঘোরে, আপন শয্যায়
ফেলিয়াছি হাত পরশিতে তার গায়;
কোথা তার দেহ তারে পরশিবে হাত
সেত্তো নাহি হেথা মনে হইল হঠাৎ।
হায়! হায়! কি কপাল সে নিরাশা চিরকাল
যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে আমার
ততদিন ঝরিবে সে অশ্রু নিরাশার।

শ্মশানের ফুল।

একদিন নিশাযোগে নিদ্রায় স্বপনে
দেখেছি সে মুখখানি জীবন্ত মরণে,
নহে মৃত্যু-কলঙ্কিত রোগ-কৃশ কায়া
শান্তি-মাখা সুহাসিনী লাবণ্যের ছায়া;
ভাসিল যে রূপাবিভা আমার নয়ন
সন্দেহ দেখেছি কিনা জীবন্তে তেমন।
মুক্তকেশ নীলাম্বুজ প্রসারিয়া দুই ভুজ
আসিছে আমারে দিতে প্রেম-উপহার
দুলিতে আমার গলে বিদ্যুতের হার।
কহিছে মনের কথা সুখদুঃখ তার
প্রণয়ের সম্ভাষণ জীবনের সার।
তুলি বাহু ধরি ধরি আমিও যেমন
স্বর্ণপ্রতিমারে, মোর টুটিল স্বপন।
কেন ভেঙ্গে গেল আহা সে সুখ স্বপন?
কেন রহিল না ধরি সমস্ত জীবন?
হেন বাস্তবতা যদি স্বপনেতে রহে
কেন মিছা জাগরণে এজীবন বহে?
স্বপন সে জাগরণ চেতনা আমার
স্বপনের কোলে আশা পাবো দেখা তার।
দিবালোকে জাগরণে অসাধ্য যে দেখা
আঁধারে স্বপন দেখা সে দেখায় একা।
স্বপনরে! তাই তোরে এত ভালবাসি
মরণের প্রাণ তুই রোদনের হাসি।

চাহিনা জনম আমি, চাহিনা জীবন
বারেক দেখায় যদি সে বিধুবদন,
কি নিদ্রায় জাগরণে কি মোহস্বপনে
দেখিব কাঁদিব আমি আপনার মনে;
চাহিনা ছুঁইতে তারে দেখিব কেবল
নয়নের দেখা, নয়নে ঝরিবে জল,
এও পাইব না? এ দুঃখ রাখিব কোথা?
হিয়ায় গোপনে? হিয়াটি বজ্রাহতা।
ফাটিয়া পাষাণ হৃদি বহে নেত্রধার
তাই শোভে গলে মম অশ্রু-কণ্ঠহার।
থেকে থেকে দিনরাত কেঁদে উঠে মন
এজগতে তোর সনে হবে না মিলন।
নিশায় সন্ধ্যায় কিম্বা প্রভাত সমীরে
দিবসের কার্য্য সেরে ঘরে আসি ফিরে,
দেখি সে শয়নাগার, বিনষ্ট সৌন্দর্য্য যার,
ছিল তার ছিল যবে ছিল প্রণয়িনী
সে শোভা সৌন্দর্য্য এবে অতীত কাহিনী!
পারিলে না শিখাইতে আজিও আমায়
জীবনের সোহাগিনী নাহি এধরায়।
সমীর মলানিল হায় বিগলিত অশ্রুধার
বহিল, ভাসিল গণ্ড, পরাণ, হৃদয়;
অনেক যাতনা দিল নিষ্ঠুর প্রণয়।

এসো দেখি একবার শিখাও আমায়
ভুলিতে সে মুখখানি অতুল ধরায়,
যেমন বালুকা মাঝে বিফলে না যায়
প্রত্যেক উদ্যমে পদ গ্রাসে বালুকায়।
তেমতি সে মুখখানি ভুলা নাহি যায়
স্মৃতি যেন খালি সেই মুখ পানে চায়।
কিরূপে কিরূপে তারে ভুলিব বল না,
সেই মুখখানি ভূভারতে অতুলনা।
কেমনে ভুলিব বল সে বিষের জ্বালা
সে যে গাঁথিয়াছে এক কণ্টকের মালা,
ফুল তার বিজড়িত কাঁটায় কাঁটায়,
ছুঁলে একগাছি কাঁটা সব বিঁধে গায়,
টানিলে একটী কাঁটা সব নড়ে চড়ে
হেরিলে একটী ফুল সব মনে পড়ে।
হেন কণ্টকিত মালা দুলে যার গলে
অবিরল ভাসে সেই বিষাদের জলে।
থাকি যবে অন্যমনে, নিরজনে বন্ধুসনে,
কিংবা কর্ম্মস্থলে নিজ কার্য্যেতে মগন,
না ভুলেও থাকি যেন ভোলার মতন,
উঠিলে সে কথা প্রাণে, হৃদয়ে বজ্রহানে,
হাস্যপরিহাস লীলা সব ঘুচে যায়
জীবন—বিষাদমাখা আঁধারে লুকায়।

যে ধারে নয়ন চায় চিহ্ন দেখি তার
কি সাগর কি অম্বর সমস্ত সংসার।
পাতার নীলিমা মিশে অম্বরের নীলে
লহরী লহর সনে, অনল অনিলে,
গাছে যে কুসুম ফুটে পবনহিল্লোলে
চুম্বে নিজ প্রণয়িনী সোহাগেতে দোলে,
জন্মে যদি লতা এক তরুবর পাশে
তারেও সময়ে বাঁধে লতা ভুজপাশে।

দূরে যে সরসী হাসে তাতেও চন্দ্রমা ভাসে,
তাতেও কিরণ নাচে তরঙ্গের গায়,
নীল জলে নীল মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়।

বিদারিয়া ভূমিতল উঠে তরুশাখাদল,
ফুটে ফুল ছুটে বাস অলি লোভে ধায়,
বিহগবিহগী তায় সঙ্গীত শুনায়।

যুগল মিলন যুগ্ম প্রকৃতির গান
প্রকৃতির পতাকায় আঁকা যুগ্ম প্রাণ।
যেজন ভুলিতে চায় দুঃখ কবিতায়
মরণে সে চাহে প্রাণ সান্ত্বনা চিতায়।
যে অনল অবিরল জ্বলিছে হিয়ায়
সঙ্গীত কবিতা ভাষা পরশেনা তায়;
কখনো সকালে সাঁঝে আঁচ তার গায়ে বাজে

তাতেই ঠাওর পায় কি তেজ আগুণ
কে জানে যে হবে না সে কালে দশগুণ?
জুড়াবে এ জ্বালা আমার চিতার সনে
ভুলিব না তারে প্রাণ আছে যতক্ষণে;
কিরূপে সময়! তুমি ভুলাবে আমায়
এত নহে ভুলিবার; একি ভুলা যায়?
শিখাইতে ভুলাইতে অক্ষম সময়,
কল্পনে! করহ আসি সমস্যা নির্ণয়।

-:o:-

অনুশোচনা ।

কে বলে মানব উন্নতির সীমা
প্রকাশে বিধির স্বজনমহিমা?
কে বলে তাহার অপূর্ব্বকৌশল
মেধা চিন্তা শক্তি মতি বুদ্ধি বল?
—নাহি জানে তারা কি আছে কপালে
নাহি জানে তার কি হইবে কালে,
থাকে যত দিন চিনিতে না পারে
বুঝিলে অভাব ভিজে অশ্রুধারে,
গলায় আমার ছিল সে যখন
বুঝি নাহি সে যে কি অমূল্যধন।

নাহি তাই তার বুঝেছি মরম
মানব-প্রকৃতি কি এক রকম।
বুঝে ও বুঝে না করে ভাবনা
মানবের রীত গতানুশোচনা।
হৃদয় আকাশ পৃথিবী যখন
প্রণয়ের পূর্ণ প্রবাহে মগন;
ভেবেছি তখন প্রণয় অমর
না পরশে তায় বিচ্ছেদের কর,
এরূপে প্রবাহ হেলিয়া দুলিয়া
সমস্ত জীবন যাইবে বহিয়া।
কে জানিত হেথা হিতে বিপরীত
সুসংযোগ নহে বিধাতার নীত,
বিচ্ছেদ প্রণয়ে, মৃণালে কণ্টক,
কীট ফুলদলে, নিগন্ধ কনক,
মণি ফণিশিরে সুধা রাহুকরে,
চন্দনপাদপ ধৃত বিষধরে,
স্বরগের পথে কণ্টক কঙ্কর,
পাপ-পথ স্নিগ্ধ শীতল সুন্দর,
আছে বিভীষিকা বিরাম নিদ্রায়
চিন্তা জাগরণে ভ্রান্তি কল্পনায়,
বিজলিতে হাসি অশনি নিঃস্বন
প্রমোদে বিলাপ, জনমে মরণ।

শ্মশানের ফুল।

ছিল সে যখন ছিল এ যামিনী
ফুটিত সরসে এই কুমুদিনী,
হেলিত দুলিত লহরে লহরে
ছুটিত সোহাগ অন্তরে অন্তরে,
হাসিত এ শশী আকাশের গায়
নাচিত কিরণ তরঙ্গের ঘায়,
গগন-গবাক্ষে তারকা-নয়ন
এরূপে হেরিত দুইটী জীবন।
এই সমীরণ তুলি গন্ধচয়
তুষিত সাদরে দুইটী হৃদয়
এ কিরণে ঢালি দুইটী পরাণ
শুনিত কেবল প্রকৃতির গান।
নব-কুসুমিত লতার মতন
আপন লাবণ্যে আপনি মগন
আপন সৌন্দর্য্যে আপনি বিব্রত
নব-বিকসিত যুথিকার মত,
ঐ যে তপন খেলিছে গগনে
হাসিছে কমল সরসী-জীবনে,
দুলিছে লতিকা সমীরণভরে
নাচিছে সলিল লহরে লহরে,
এরূপে খেলিত হাসিত দুলিত
নাচিত জীবন সঙ্গীত শুনিত,

ছিল মুগ্ধকরী কি এক জিনিস
সাথে সহচরে সঙ্গে অহর্নিশ,
পরশ-মাণিক পরশিতো যায়
সেইত ধরিত কনকের কায়,
নাহি সে পরশ-মাণিক আমার
এখন উজল হৃদয় আঁধার
এখন জীবন সমাধি শ্মশান
এক বিন্দু স্নেহ শোণিত সমান
এক ফোঁটা জল প্রবাহ প্রবল
এক কণা বহ্নি শত দাবানল
সুখ-প্রস্রবণ দুঃখের লহরী
আশার আলোক বিষাদ শর্ব্বরী।
চারু মনোহর যা' কিছু সুন্দর
যা' কিছু মধুর সব দুঃখকর।
নাহি প্রফুল্লতা উচ্চ অভিলাষ
আশার উৎসাহ প্রণয়ে পিয়াস
নাহি ভালবাসা বিভ্রম বিলাস
হৃদয় পরাণ জীবন উদাস,
পূরিত অতুল সৌন্দর্য্য নির্য্যাস
সেই মুখ খানি চিন্তা বারমাস।
এক এক শশী বারেক হাসিতে
সমস্ত জগৎ একটী আঁখিতে

একবার কথা দেহ প্রাণপণ,
এক ফোঁটা জলে আত্ম-বিসর্জ্জন।
সেই সুখটিতে বিশ্ব-বিনিময়
করিলেও কিরে পূরিত হৃদয়?
বিসর্জ্জে প্রতিমা লোকে গঙ্গাজলে
স্বর্ণপ্রতিমারে দিলাম অনলে।
রাখি নাহি তারে আদরে যতনে
ধরি নাহি তারে হৃদয়ে জীবনে।
আদরেও যেন মরমপীড়িতা
সোহাগ পরশে সদা সঙ্কুচিতা,
কাননের লতা কানন খুঁজিয়া
বিশ্রাম লভিত আমারে বেড়িয়া,
সেই তার ছিল সোহাগ আদর
তাহাতেই সুখী প্রফুল্ল অন্তর,
এক দিন এক প্রবল ঝটিকা
ফেলিল ছিঁড়িয়া সোহাগ-লতিকা,
যদি জানিতাম ঝটিকার ভর
সহিবেনা তোর কোমল অন্তর
তাহলে সঞ্চিত সোহাগ আদরে
সাজাতেম তোর বপু থরে থরে,
প্রাণে প্রাণে থালি দিত আলিঙ্গন
হৃদয়ে হৃদয় জীবনে জীবন।

ছিলি হৃদয়েতে দেবীর মতন
দিত তোরে আরো উচ্চ সিংহাসন,
রাখিতাম তোরে নয়নে নয়নে
সাথে সহচরে বিরহ মিলনে
যদি তোর কিছু থাকিত প্রয়াস
ঢালিয়া শোণিত পূরাতেম আশ,
স্নেহ ভালবাসা প্রণয়-কুসুমে
সোহাগ আদর যতন-কুঙ্কুমে
প্রণয়ের হাসি অশ্রু-গঙ্গাজলে
প্রণয়ের ফুল ফল বিল্বদলে
পূজিতাম তোরে প্রাণের প্রতিমা
হেরিতাম তোর সৌন্দর্য্য মহিমা।
ছিলি জীবনেতে যেন প্রভাকর
তোর তেজে দীপ্ত আমি শশধর,
কনকের দীপ আমি সে দর্পণ
তুইসে প্রতিভা কল্পনা এ মন।
যদি জানিতাম ঝটিকার ভর
সহিবেনা তোর কোমল অন্তর
তাহ'লে প্রণয় হতো কি এমন
ক্ষণেকের রেখা তড়িত যেমন।
হতো শৈলে শৈলে বজর-বন্ধন
সাগরে সাগরে দৃঢ় আলিঙ্গন,

সাগর শুকাতো পর্ব্বত ভাঙ্গিত
তবুও তাদের গ্রন্থি না টুটিত।
ছিল এ সময় যখন জীবনে
হাসি কান্না হাসি হতো ক্ষণে ক্ষণে
সংকীর্ণ হৃদয় মন সঙ্কুচিত
হয় সুখে নয় দুঃখে প্রপূরিত
তখনো জীবনে বহিত্ ঝটিকা
ফুটিত তপনে কমল-কলিকা
তখনো জীবনে জ্বলিত অনল
ঝরিত নয়নে অশ্রু অনর্গল
এতটুকু স্নেহে আদরে যতনে
ভুলিত যা' কিছু ছিল তার মনে,
পরশ মণির কি আশ্চর্য্য গুণ
নিভাতো ঝটিকা নিভাতো আগুন,
কেনরে মিলিয়া বালক বালিকা
গাঁথিয়া আপন ভবিষ্য মালিকা,
পরাইতে চায় যারে ভালবাসে,
এক সাথে বদ্ধ হয় তার পাশে।
অনলের তাপ ঝটিকার ভর
বুঝে নাই বুঝি প্রচণ্ড প্রখর,
তাহলে কি তারা যাইত সে স্থলে
সলিল ভাবিয়া পশিতে অনলে।

অপ্সরা অমরাবতী বিনিময়ে
হয়না তেমন আনন্দ হৃদয়ে;
দেখিলে সুন্দর আঁখি নাহি চায়
দু'নয়ন ধারা ধরণী ভিজায়।
শুনিলে সঙ্গীত সুস্বর লহরী
শোকমগ্ন হিয়া দিবা বিভাবরী।
পূরিয়াছি প্রাণে এ বিশ্ব সংসার
তবু যেন কিছু বাকি আছে তার।
দেখিয়াছি চাঁদ পূর্ণিমা গগনে
যেন কি জিনিষ নাহি তার সনে।
প্রশস্ত হিয়ায় মানব মণ্ডলী
পাইয়াছ স্থান তবু বনস্থলী।
এখনো নিসর্গ রূপের নিলয়
অতীতের যেন স্মৃতিচিহ্নময়
ঐ যৌবনের প্রমোদ উদ্যান
উথলিত যেথা হাসি অশ্রু গান।
ঐ দেখো ঐ শয়ন-আলয়
সুখের সমাধি শান্তির প্রলয়।
যেখানে সেকালে পলকে পলকে
উথলিত প্রেম ঝলকে ঝলকে
হায়! সে এখন প্রশস্ত শ্মশান
চিতা আগুণের দগ্ধ অবসান।

শুকালে সলিল তড়াগ যেমন
বিদলিত-শোভা কুসুম মতন।
সে দিকে নয়ন চাহিবেনা আর
হয় লয় হোক সমস্ত সংসার।
যে ধারে তাকাই খালি সেই দিক্
চায় শূন্য পানে দৃষ্টি অনিমিক্।
শূন্য এ পৃথিবী শূন্য এ জীবন
বিহগাপহৃত পিঞ্জর যেমন
থাকে থাকে মন সদা সচকিত
যেন কি জিনিসে জীবন বঞ্চিত।
এখন জীবন সমাধি শ্মশান
এক বিন্দু স্নেহ শোণিত সমান
এক ফোঁটা জল প্রবাহ প্রবল
একটি স্ফুলিঙ্গ শত চিতানল,
এক কণা সুখে অশনি নিপাত
হাসি দিগ্‌দাহ তারা উল্কাপাত
পূরিত অতুল সৌন্দর্য্য-নির্যাস
সেই মুখখানি চিন্তা বারমাস।

—:০:—

উচ্ছ্বাস।
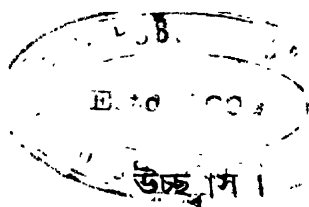
কার কাছে যাই, কাহারে দেখাই
চিরিয়া আমার পাষাণ বুক।
কে আছে জগতে আমার আপন
কে দেখিবে সেথা বিষাদ সুখ।—?
দুঃখে বিষাদিত সুখে আমোদিত
কে আর আমার এখন বল?
হাসিলে হাসিবে কাঁদিলে কাঁদিয়া
মিশাবে নয়নে নয়ন জল।
এত টুকু স্নেহ এত টুকু সুখ
অসহ্য সংসার বিষাদ-ভার;
দু'জনে সমান ভাগা ভাগি করি
বহিয়া শুধেছি প্রাণের ধার।
এখন এ প্রাণ একা অসহায়
নাহি সুখলেশ নাহিকো সখা।
সমস্ত দুর্ব্বহ বিষাদের ভার
বহিছে জীবন বহিবে একা।
তাতেই কি প্রাণ এত কষ্টকর
অসহ্য বিপদ যাতনা-মাখা,

অথবা অতীত স্মৃতির আলেখ্যে
বর্ত্তমান ছবি উজল আঁকা।
নাহি কেহ মম এখন এমন
চাপি নিজ দুঃখ হৃদয়তলে
হাসিয়া আদরে, সান্ত্বনাবচনে
কাঁদিলে মুছায় নয়নজলে।
তবে কার তরে করিব সঞ্চয়
বিদ্যা যশঃ মান প্রতিভা ধন
সুখের লালসা সে যে মিছে আশা
তবে কার তরে ধরি জীবন ?
যে বলিবে ভালো বলিয়া এ প্রাণ
উদ্যম উৎসাহে নাচিত মন
যার আঁখিতলে ঝরিত লাবণ্য
প্রমোদে লীলায় মাতিত মন।
যে বাসিলে ভালো জগত মধুর
সার্থক জীবন, সার্থক ধরা
চাহিনা নন্দন পারিজাত শচী
পেলে সে আনন আমোদে ভরা।
এজীবনে কিংবা জন্ম জন্মান্তরে
বল্ তারে বিধি! পাইব কিনা ?
ছিন্ন তারে আর পরিচিত সুরে
বাজিবে কি পুনঃ হৃদয়ে বীণা ?

কে জানে বিধির এ কেমন রীত,
দেখিতে না দেয় সুখ কেমন,
না পুরিতে আশা না মিটিতে সাধ
কেড়ে নিয়ে যায় প্রাণের ধন।
আজন্ম সৌভাগ্য বঞ্চিত হইয়া
কাঁদে কত লোক রজনী দিবা,
না ফুটিতে ফুল সুবাস হারায়
এ জগতে হায় হয় না কিবা?
যে বাসিলে ভালো জগত মধুর
সার্থক জীবন সার্থক ধরা,
চাহিনা নন্দন পারিজাত শচী
পেলে সে আনন আমোদে ভরা।
বহু তপস্যায় ফিরে এ জীবনে
বল তারে বিধি পাইব কি না?
ছিন্ন তারে আর পরিচিত সুরে
বাজিবে কি পুনঃ হৃদয়ে বীণা?
বলনা অনল! বল কি করিয়া
ছাই মাটি হলো সে দেহখানি,
দেখিসনি কিরে সে মুখের হাসি
শুনিসনি কি সে মধুর বাণী?
হনা কেন তুই যতই নিঠুর;
থাক্ তোর বুকে বাঁধা পাষাণ:

শুনিলে সে বাণী, দেখিলে সে হাসি
কি করিছে তোর ভাবিত প্রাণ,
এত ভালবাসা যতন আদর
বল্‌না আমায় ভুলিলি কিসে?
এরূপে কি যত সাধের জিনিস
ছাই মাটি হয় মাটিতে মিশে?
যে অমিয় হৃদি পূর্ণ পরিমলে
পবিত্র প্রণয় সঙ্গীতে ভরা,
যে নয়ন দুটী পুলক আধার
সুচারু শোভায় জুড়ানো ধরা।
যে মুখের হাসি, কুসুমের শোভা
হৃদয়-প্লাবন অনন্তসুখ;
যে শরীরে ক্ষুদ্র লাগিলে আঁচড়
কাঁদিত জীবন, ফাটিত বুক।
সেই মুখ চোখ অধর হৃদয়
ছাই মাটি হলো আঁখির পরে
কে জানিত আগে প্রাণে এত সয়
ফাটে না যে প্রাণ যাতনা ভরে?
এই হাত কত আদরে যতনে
রাখিত তাহারে সোহাগে বুকে;
তুষিত তাহার অপূর্ণবাসনা
সেই হাত দিল আগুন মুখে।

এই চোখে কত দেখেছি লাবণ্য
বালিকা যুবতী তনয়-মায়,
সেই চোখে আজি দেখিনু সম্মুখে
সে মূরতি ভস্ম ভাসিয়া যায়।
ফাটেনি হিয়ার চর্ম্ম আবরণ
বিদীর্ণ শতধা অন্তর প্রাণ;
বিচূর্ণ অন্তর আঘাতি হিয়ায়,
তুলিছে কখনো অস্ফুট গান।
কেন গাঁথি হার কবিতা-কুসুমে
ফেলিনা ছড়ায়ে শ্মশানভূমে?
বাসে বিদুরিত হতে পারে কারো
লিপ্ত যার হৃদি চিতার ধূমে।
মধুর সম্ভাষি হাসি কেহ বলে
কায কি পরিয়া প্রণয়মালা?
জানি আমি নহে প্রণয় অমিশ্র
একাধারে সুখ বিষাদ ঢালা।
কখনো কখনো ভাবি মনে মনে,
প্রণয়ের চেয়ে অভাব ভালো।
আঁধারে হাসিব আঁধারে কাঁদিব
আঁধার(ই) হইবে আমার আলো।
দুদণ্ডে প্রণয় ভাসিয়া কি যায়
যেন ছেলেখেলা বালির বাধ?

বজর-বন্ধনে মুকুতার জালে
ধরিতে চাহে সে অনন্ত চাঁদ
নাই প্রণয়িণী নাই ক্ষতি নাই
ছিল একক‍ালে এইত সুখ
সারাটি জীবন কাটারো একাকী
বাঁধিয়া কল্পনা পাষাণে বুক !

--:০:--

শ্মশান ।

অই কি শ্মশান হায় ! সে নিস্তব্ধ স্থান
অগ্নি জ্বলে মনে দেহে ; হয় অবসান
চির জীবনের যত সঞ্চিত বাসনা
কামনা বেদনা ক্ষমা লাঞ্ছনা গঞ্জনা—
ভস্মে হয় পরিণত। অনন্ত নির্ব্বাণ—
মুক্তি পায় জীবগণ ; নশ্বর পরাণ—
অবিনশ্বরের সাথে—নিমগ্ন লীলায়।—

এত নহে লীলাভূমি ? যাতনা জ্বালায়
নিভাইতে মানসের প্রধূমিত শিখা
পশে প্রজ্বলিতাগ্নিতে ; অনল পরিখা
নিভায় যন্ত্রণা জ্বালা।—রহে অবিরাম
অনন্ত নিদ্রার কোলে ; অনন্ত বিশ্রাম—
আলিঙ্গন করে তারে।—

এখানে কি হায়!
বাঁধিয়া পাষাণ বুকে জ্বলি বেদনায়
অধীর শরীরে সঁপে অনলের কোলে
প্রাণের পুতুল নর। নয়নের জলে
ভাসি ফিরে শূন্য হৃদে!
বন্ধু পরিজন!
আনন্দ নিদ্রায় সুপ্ত হেথা কি এখন?
করিছ কি পুণ্যতর পদরেণুকায়
পবিত্র শ্মশান ভূমি ভস্ম মৃত্তিকায়?
দেখিয়াছি ঝটিকান্তে শান্তি জলধির
যুদ্ধান্তে সমরক্ষেত্র, কিংবা প্রকৃতির
দেখিয়াছি প্রলয়ান্তে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
বিশৃঙ্খল অন্ধকারে বিশ্বচরাচর
আপনি করেছে গ্রাস আপন জীবন।
দেখিয়াছি দেখি নাই সে দৃশ্য ভীষণ—
যে দৃশ্য দেখালে আজি ওহে ভগবান্
অসাধ্য সে ভোলা। যতক্ষণ দেহ প্রাণ
সম্বন্ধ আমার ভুলিব না ততক্ষণ—।
মরণের রঙ্গভূমি জীবন্ত মরণ।
লোকে বলে মানবের উন্নতির স্থান
এই সে শ্মশান! কিন্তু হয় অনুমান
নরমেধ যজ্ঞস্থান—। কৃতান্ত কৃপাণে
লক্ষ বলিদানে হাঁনে মানবের প্রাণে।—

শ্মশানের ফুল।

বিস্তৃত শ্মশান ভূমে যে গৈরিক রাশ
বিদলিত পদতলে; এই ছাই পাঁশ
দেবের দুর্লভ বস্তু অবনীর মাঝে।—
মর্ম্মব্যথা মানবের প্রাণে নাহি বাজে!
যে জনক জননীর ক্রোড়েতে পালিত
কিংবা যেই তরুতলে আশ্রয় লভিত
নিদাঘের ঘোর গ্রীষ্মে; গ্রীষ্ম অবসানে
কুঠার আঘাতি মূলে ছিন্ন করি প্রাণে
দূরে ফেলাইয়া স্থান করে পরিষ্কার।
ঘোরতর স্বার্থপর—করে আবিষ্কার
আপনার গন্তব্যের পথ—সুবিশাল।—
রচিছে সোপান শ্রেণী—মানব কঙ্কাল
হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন তার পাদ-পীঠ।—
মথিয়া নরক যেন নরকের কীট
করে শত আস্ফালন। অঙ্কুশের ঘায়
ডুবায় পুরীষ কুণ্ডে মুণ্ড পুনরায়।—
কুটুম্বের কলেবরে রাখি পদভর
নিষ্কলঙ্ক চিতে চিন্তে স্বার্থপর নর
কোথায় সে লক্ষ্যমণি হায় কতদূর
কত উর্দ্ধে অবস্থিত; বাসনা নিঠুর
লয়ে যায় ফেলে দেয় নরকের দ্বারে।
যদি কেহ ফিরাইতে চাহে আপনারে

পড়ে আসি; ঘোরতর জীবন বিগ্রহে
সম্মুখীন হয় রণে; যেন গ্রহে গ্রহে
ঠেলাঠেলি; বিসম্বাদ তারায় তারায়;
আপনার ছায়া রশ্মি মাথি আপনায়
সন্ধ্যায় উঠিয়া পুনঃ প্রভাতে মিলায়
আলোকের উল্কাপাতে।

কি করিয়া হায়!
মানব চরণতলে দলিস্ এ ছাই?
নাহি কি তোদের মনে মমতার ঠাঁই?
নহে শুধু ইন্ধনের দগ্ধ অবসান
এই ছাই পাশ। ইহাতেও আছে প্রাণ
ইহাদের এককালে ছিল যে জীবন
ছিল প্রেম ভালবাসা প্রণয় রতন;
যৌবন কুসুম দাম দুলিতরে গলে
হাসিতরে সুখে তারা; কাঁদি অশ্রুজলে
ঘুচাইত ধরণীর কলঙ্ক কালিমা।
শারদ গগনে যবে উঠিত পূর্ণিমা
শুভ্রালোকে তাহাদের শুভ্র চিন্তা কত
বিকসিত হত; জল বুদ্‌বুদের মত
হৃদয়ে ভাসিয়া পুনঃ মিশাত হিয়ায়।
এই সমীরণ সলিল আলোক ছায়

তুষিতরে তাহাদের তুষিছে যেমন
নিত্য তারা আমাদের কর্ত্তব্য মতন।
বাসনা আকাঙ্ক্ষা বাঞ্ছা যুড়ি বক্ষময়
ফুটিত তাদের—ফুটে যথা কিসলয়
বসন্ত উষায়; মলয় পবনে তারা
আমাদেরি মত হইত যে আত্মহারা;
তাহাদেরো ছিল ভ্রাতা ভগ্নী সুত দারা
হারালে নয়ন-তারা পাগলের পারা
খুঁজিত এ বিশ্ব মাঝ; করিত কামনা
আছে স্থান জুড়াইতে হৃদয় বেদনা।
দেখে যারা ধরা খানি ক্ষুদ্র সরামত
কিংবা যে হাসিছে কিংবা কান্না অবিরত
করেছে যে ব্রত জীবনের; যাতনার
বৃশ্চিক দংশনে বহির্গত প্রায় যার
প্রাণ; একে একে একে রাখিবে হেথায়
দেহভার, অঙ্কিত হইবে মৃত্তিকায়।
চিহ্ন রহিবেক খালি—অহঙ্কার, হাসি,
অশ্রু, মদ, গৌরবের মুষ্টি ভস্মরাশি।
এ প্রাঙ্গণে—কত মহাত্মার না হইতে
মাহাত্ম্য প্রকাশ; সুন্দরীর না হইতে
সৌন্দর্য্য বিকাশ; না ফুটিতে অঙ্কুরিত
বীজ প্রণয়ের, প্রণয়ীর আর্দ্রচিত,

কত কিছু না ধরিতে পূর্ণ আয়তন
মিশিয়াছে ছাই পাঁশে বিগত জীবন।
যদি কোন দেবশিশু ব্রহ্মলোক হ'তে
অমৃতকুণ্ডের জল আনি বিধি মতে
করিত সিঞ্চন, এই শ্মশান ঊষরে
কিংবা চিরতমোময় সমাধিমন্দিরে,
পরশিলে স্নিগ্ধ-বারি ভস্ম মৃত্তিকায়
উঠিত সজীব নর; লভিয়া স্বকায়
যাইত আপনা বাসে শান্তির আলয়ে
ভাঙ্গিত তাদের স্বপ্ন, দেখিত বিস্ময়ে
অচিন্ত্য ঘটনাবস্থা; করিত কামনা
পুনর্ব্বার মরিবার। তারা থাকিত না
তিলার্দ্ধ হেথায়; কে পারে দেখিতে চক্ষে
প্রাণসমা প্রিয়তমা শোভিতেছে বক্ষে
অপরের? অপহরি পিতৃসিংহাসন
বসেছে তনয় তায়; করেনা যতন
জনকে পুনরাগত; চিনে চিনিতনা
আগন্তুকে, বসিবার আসন দিতনা।
প্রেত বলি রাম রাম করি উচ্চারণ
পুনরায় নিজকার্য্যে নিবেশিত মন।
তাই বুঝি ধরামাঝে করিতে বিচার
স্বজিলেন বিধি মৃত্যু। গেলে পুনর্ব্বার

আসেনা দেখিতে সে যে কি ঘটে হেথায়
কে যে কি করিছে স্নেহ, মায়া মমতায়
নিমগ্ন কাহার কায় কেহ যে হরষে
গাহিছে জীবন গাথা কেহ ভ্রমবশে
করিছে আপন লীলা সাঙ্গ আচম্বিতে।
না রহিত যদি মৃত্যু এই ধরণীতে
তা হ'লে কি ভয়ানক হইত এ স্থান
থাকিতনা সুখ; হইত না অবসান
জ্বালা যাতনার; মৃত্যু তরে কতলোক
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাশরিত সব শোক!
নরের উন্নতি, হিত সাধন ধরার
জানিতনা মানবেরা তাহা কি প্রকার
থাকিতনা মানসের বল প্রদায়িনী
দুর্ব্বলের প্রাণ আশা চিত্তবিনোদিনী।
মৃত্যু যদি স্বেচ্ছাধীন হইত নরের
সংসার হইত স্বর্গ; স্বর্গ নরকের
না রহিত বিভিন্নতা; কে চাহিত যেতে
কল্পনাকুসুম সম অমরাবতীতে?
শ্মশানে কৃতান্ত করে উন্মুক্ত কৃপাণ
ডাক দিয়া বলে নিত্য, দাও বলিদান

মানবের শান্তি সুখ, যা কিছু যা আছে
শ্মশানের বেদিমূলে দেবী মূর্ত্তি কাছে।
দিবরে আহুতি আজি জ্বলন্ত চিতায়
ছিন্ন মুণ্ড শান্তিসুখ সর্ব্বস্ব; জিহ্বায়
শিখার, করিবে ভস্ম ত্বরা আচম্বিতে।—

অশান্তির কারামুক্তি আজি ধরণীতে
বিষাদের অভ্যর্থনা শোকের আহ্বান
নিরাশার অভ্যুত্থান, সৌখ্য বলিদান,
রোদনের শতধারা, যাতনার জ্বালা
হৃদয়ের শেল, স্মৃতির কণ্টক মালা।—
মমতার হার—দৃঢ় মায়ার বন্ধন—
খসিবে, দহিবে নিত্য স্বকায়ে জীবন
প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে সজীব পরাণ।

কে বলে নির্জীবে খালি দহেরে শ্মশান
কে জানিত অনল যে শীতল এমন
জুড়ায় মনের জ্বালা মনের বেদন
পশিলে ও অনলের ক্ষুদ্র সমাধিতে
আপনি জুড়ায়ে যায় আঁখি পালটিতে
থাকে না যে কিছু চিহ্ন।—

ঐ দেখ্ দেখ্

ধক্ ধক্ করি জ্বলে চিতা; শিখা এক

চুমিল বদন বক্ষ কর শায়িতার
এককালে শত শিখা বেড়িল তাহার
নিশ্চল নিশ্চেষ্ট দেহ আক্রমে যেমন
মধুচক্রে মধুপায়ী ষট্‌পদগণ
মধু পীয়ে কিন্তু করে গরল উদ্গার।
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও কিছুক্ষণে আর
হবে সাঙ্গ লীলা খেলা—নিভিবে অনল!
জ্বলিছে সে জ্বালা বক্ষে, করি বক্ষস্থল
ভস্মময়, আপনাতে হইতে নির্ব্বাণ।—

ফিরে দে ফিরে দে মোরে ফিরে দে শ্মশান
সোণার পুতুল মোর ভিখারীর প্রাণ—
ভিখারীর কাচ(ই) মণি তুল্য মূল্যবান।
দিবি না দিবি না ফিরে রাখরে যতনে
রাখ তবে চিরকাল তরে। আজীবনে
যেইজন লভে নাই সুখ, জানে নাই
শান্তি কি প্রকার; পায় যদি সুখ সেই
চাহি না চাহি না তারে লইতে ফিরায়ে
অনন্ত শান্তির কোলে থাকুক শুইয়ে।—

শ্মশান আরক্ত নেত্রে নির্দ্দয় হৃদয়ে
বলিল বুলাও হাত, আপনার গায়ে
কিংবা বিশ্ব জগতের; পরশিলে গায়
ক্ষত বিক্ষতের চিহ্ন দেখিবে সেথায়

কান্না আছে হাসি চাপা আঁধার আলোকে
পাপ আছে পুণ্য ঢাকা সুখ শত শোকে।
এই কালি কালিমায় কলুষিত দেহ।
ভাঙ্গিল আমার স্বপ্ন বাড়িল সন্দেহ।

—:০০:—

ফুলশয্যা।

(১)

এসেছো কি এই খানে, আসিতে যেমন
তুমি নিজ পিত্রালয়ে, উৎসবের দিনে
অথবা এখানে বুঝি আছে নিমন্ত্রণ ?
তাই কি এসেছ হেথা এমন অদিনে ?
অঙ্কিত অতীতালেখ্য ত্রিদিব তোরণে
প্রবেশ পদবী মাত্র রয়েছে যেথায়
নিষ্ক্রমণ পদচিহ্ন পড়েনা নয়নে;
রঞ্জিত যে চারিভিতে 'বিদায়' 'বিদায়'।
থাকো সখি থাকো সুখে অবনীর সাথে—
পেলে কোলে নিয়ে যেও আমারে পশ্চাতে।—

(২)

বুঝি ইচ্ছা দেখাতে তা অভাগা পতিরে
যে চারু অজ্ঞাত পুরী দেখেছ সেখানে,
সেথা হ'তে কেহ, পারেনি আসিতে ফিরে
কহিতে সে গুপ্ত কথা মানবের কাণে।—

কে পায়ে ঠেলিতে চায় সিদ্ধ মনোরথ ?
লভিতে অভীষ্ট ফল অসাধ কাহার ?
নিজ হিতকর কার্য্যে, যে জন বিরত
হয় মূর্খ সেই, নয় তা অসাধ্য তার
পতির জীবন ভব কাটিছে বিষাদে
থাকো একা হবে দেখা দিন দুই বাদে।—

(৩)

পড়িয়া শ্মশানে ছিন্ন কমলের হার,
না খুলে পল্লব তার অরুণ আভায়
না লুঠে ভ্রমর আজি মকরন্দ তার
বহেনা সুবাস তার বাতাসে মিশায়।—
শুষ্ক কমলের শোভা কৌমুদীর রাশ
ছিন্ন বল্লরীর শোভা বিকসিত ফুল
হাসিতে যে মাধুরীর লাবণ্য বিকাশ
কঁদিলে সহস্রগুণ ভূতলে অতুল।—
উপরক্ত শশী যদি এত সমুজ্জ্বল
জানি না প্রসন্ন শশী কেমন নির্ম্মল ?

(৪)

বুঝি জীবনের এই শেষ অভিনয়
এই দেখা, শেষ দেখা, জনম মতন
শেষ লীলা শেষ হাসি শেষ সমুদয়
তবে কেন বাকী থাকে শেষ আকিঞ্চন।

আজি সাজাইব তোরে মনের মতনে
বিবিধ ভূষণে, আর কুসুম নিচয়ে
সোহাগ আদর আর স্নেহ আলিঙ্গনে
দিব উপহার আজি বিষণ্ণ হৃদয়ে
সঞ্চিত করেছি যাহা বহু যাতনায়
যদিও তা কলুষিত নয়ন ধারায়।—

(৫)

করিয়াছ স্নান কত নদ নদী জলে
কর স্নান একবার নয়ন আসারে
তব সুত যুগলের, বাঁধিয়াছ গলে
কত রত্ন আভরণ, পর এইবারে
বিনি সূতে গাঁথা মালা নয়নের ধার
আনিয়াছি কবরীতে করিতে বন্ধন
স্মৃতির ভাণ্ডার হ'তে মাধুরীর হার।
করুক শোকের শ্বাস চামর বীজন।
আর কি দিবরে তোরে কোথা কি পাইব
এখনি ভিখারী সেজে পথে দাঁড়াইব।—

(৬)

লুঠায়েছি বিলায়েছি স্নেহের ভাণ্ডার
সম্বল কেবল আজি নয়নের জল
প্রণয়ের প্রতিদানে দিতে উপহার
হৃদয় সরসে আছে শুষ্ক শতদল।—

স্নেহের মেখলা খানি তুলিয়া যতনে
পর কটিদেশে কর স্নেহ মণিময়,
যতনে মণ্ডিত কায় রঞ্জিত রতনে
ভালবাসা মণিময় নাও এ বলয়।—
আদর মমতা মায়া সিঞ্চিত সোহাগ
চরণ যুগলে মাখ অলক্তের রাগ।—

(৭)

কনকের চাঁপা ফুল হীরার বকুল
রজত রজনীগন্ধা অযুত অযুত
কেমন আমোদ ভরা ভূতলে অতুল
কণ্টকে মণ্ডিত কায়া কেতকী অদ্ভুত।
কেন না কুসুম ফুটে মলয়ে চন্দন?
কেন তারকারা হায়! কুসুমের মত
ফুটে না ধরণী তলে, এ কথা কেমন?
তাহ'লে যে তুলিতাম অভিলাষ যত।
ঢাল হে নিসর্গ আজি কুসুম নিচয়
হোক শ্মশানেতে ফুলশয্যা অভিনয়।

(৮)

এস নিশা তারাময়ী মলিন বদনে
দেখি কি ফুটেছে ফুল তোমার বাগানে.?
হের দেখ হাসিতেছে সরসী জীবনে
কুমুদ কহ্লার হেলা এখানে ওখানে।—

নিশিগন্ধা গন্ধে যার রজনী বিভোর
হের সে প্রফুল্লমুখী মল্লিকা মালতী,
সেফালিকা বালিকার নয়ন চকোর
জাতি যুথি গাঁদা মতি বেলা রসবতী,
দোপাটি কলিকা কুন্দ বাঁধুলি চামেলি
গোলাপ বকুল চাঁপা ভ্রমরের কেলি।

(৯)

প্রকৃতির হাসি দেখি হাসিল নলিনী,
অভিমানে সূর্য্যমুখী হেরিল সে হাসি ;
পাছে মনে করে কিছু দু'টি সোহাগিনী
তোষে দুজনারে রবি সাদরে সম্ভাষি।
ফুটিল করবী জবা অশোক কাঞ্চন
পলাশ অপরাজিতা নীল নাগেশ্বর ;
কামিনী যে কামিনীর কবরী ভূষণ—
কেতকী, যে যুবতীর বিবাহ বাসর।
ফুটিল সে গন্ধরাজ শিরিষ আতস
কৃষ্ণকলি অলি যার সোহাগে অলস।

(১০)

গিরি উপত্যকা তরু গুল্ম লতা বন
নাহি কি কুসুম তোর হে দিবা রজনি !
মাথে নাকি ফুল শশি ! কৌমুদী কিরণ
নাহি কিহে রবি ফুল ! প্রেম ভিখারিণী ?

হয় না কি দেখা বায়ু ফুলদল সাথে
নাহি কি জাহ্নবি ! তোর পূজা উপচার ?
কি হবে সে ফুলে আর কি কাজ তাহাতে
থাকে যদি ঢালো আনি কুসুমের ধার
কি কলিকা বিকসিত ললিত মধুর
কি কালের অকালের উদ্যান মরুর।

(১১)

গেল দিন ফিরে দিন আসিল আবার
উঠিল উষার রবি পূরব গগনে
জগতে হইল পুনঃ জীবন সঞ্চার
ভাসিল তাহার ছায়া একটী জীবনে
আবার আসিল সন্ধ্যা 'প্রকৃতির স্নেহ'
তারকা খচিত যেন নীলাম্বরী তলে
দিবার কিরণ বিভা আবরিল দেহ।
ঢাকিল পৃথিবী মুখ মলিন অঞ্চলে।—
এ বিশ্বজগৎ কিন্তু ঠিক তাই আছে
নূতন নূতন কেন ঠেকে মোর কাছে।—

(১২)

রাজধানী রাজপথে প্রশস্ত নগরে
দু'ধারের লোক যেন দু'ধারে পলায়
বলে জানি সব কথা ছুঁস্‌নেকো মোরে।—
ঐ ভাগীরথী দেখ নির্ম্মল ধারায়

ধাইছে সাগর আশে, চাহেনা এ ধারে
পাছে কলুষিত হয় পবিত্র সলিল
তার আমার পরশে ; দেখ বারে বারে
পিছায় আমাকে হেরি চমকি অনিল।
তরু লতা উপবন বায়ু গলে দুলি—
বলে জানি মাথা খাস্ ছুঁস্‌নেকো ভুলি —

(১৩)

কি জ্ঞাত অপরিজ্ঞাত মানব মণ্ডলী—
চাহে না হেরিতে যেন আমার আনন।—
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে যেনরে বিজলী—
বলে বার্ত্তা কলঙ্কের ; হিমাংশু তপন
মেঘ কোলে রাহু গ্রাসে হইয়া পতিত
এড়াইতে চাহে যেন আমার নয়ন
জলদ জলের দান করেছে রহিত
লুকায়েছে অন্ধকারে নক্ষত্র রতন।—
কে জানিত মহাপাপ বিষাদ এমন
তাহলে কে করিতরে তার নিমন্ত্রণ ?

(১৪)

আজি যাহা রাজপুরী আলয় রাজার
কে জানে যে ছিল না সে কালিকে বিজন ?
আজি যেই ভিখারীর দিনপাত ভার
পারে নাকি পেতে কালি রাজসিংহাসন ?

কালি যে বালিকা ছিল আজি সে যুবতী
আজি যেই খানে ছিল শৈল দৃঢ়কায়
হ'তে পারে কালি সেথা নদী স্রোতস্বতী
দ্রুত শৈলে মহাদেশ গঠিছে কোথায় ?
ভবিষ্য তিমির গর্ভে চির অন্ধকারে
কি নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে ?
সমস্ত জগৎ চলে—নিয়মের বলে
বিশ্বপাতা বিশ্বত্রাতা তার মধ্যস্থলে।

—:00:—

বাসর ঘর।

ঐ দেখ্ ঐ চোখের উপর
নাচিছে আমার বাসর ঘর;
বালিকা যুবতী বর্ষীয়সী শিশু
সবে মিলে মোরে ডাকিছে বর।

ঐ দেখ্ এক প্রসন্ন বালিকা
আঁচলে আঁচলে আমার ঘোরে
অপাঙ্গ কটাক্ষে বলিছে কেবল
প্রেমের ভিখারী করিব তোরে।

ঐ দেখ্ আশা প্রেমের অঙ্কুর
উঠিছে হৃদয়ে আকাশ চাহি
কত যে কামনা সাধ অভিলাষ
খেলিছে হরষে সঙ্গীত গাহি।—

দেখ্ সে বালিকা প্রফুল্ল যুবতী
কোরকের শোভা নাহিক তায়;
সে রূপের ছটা, সে রূপের হাসি
গগন মেদিনী উছলে যায়।—

এই নাও বলি সমর্পিছে কোলে
তনয়-জননী তনয় মোরে
সেই সাথে তার জীবনে জীবনে
বাঁধিছে আমায় অটুট ডোরে।—

এখন যুবতী পরিণত নারী
ফাটিছে অধর হাসির ভরে
বলে দেখ দেখি হও কিনা হও
প্রেমের ভিকারী ইহার তরে।—

এই বলি দৃশ্য মিলাল কোথায়
সহসা এমন হইল কেন?
আঁধার জগত আঁধার অম্বর
প্রলয় কালের প্রকৃতি যেন।—

শ্মশানের ফুল।

অকস্মাৎ ঘন চিতাধূম আসি
ছাইল জীবন ছাইল মন ;
কতক্ষণ পরে বহু যাতনায়
দেখিলাম চাহি মুছি নয়ন।--

অদূরে সম্মুখে রয়েছে শুইয়া
কোমল শিশুর আবৃত দেহ
যেন জগতের যেন স্বরগের
ধূলি ধুসরিত প্রভূত স্নেহ।—

শূন্য চারিদিক, নাহিকো এসব
কেবল চৌদিকে চিতার ধূম
রয়েছে রমণী শুইয়া চিতায়
উজল করিয়া শ্মশান ভূম।—

মেলিলে নয়ন মুদিলে নয়ন
স্বপ্নে জাগরণে মানসে মোর
অন্য কোন কিছু নাহিক এখন
কেবল চিতার অনল ঘোর।—

সমীর হিল্লোলে সলিল লহরে
বলিছে যেন রে চিতার কথা
রোদে জোছনায় আঁধারে আলোকে
জ্বলিছে অনল যথায় তথা।

—:00:—

আশা সহচরী

বড় সাধ ছিল মনে, সখের কুসুম বনে
ওরে আশা তোর সনে কত খেলা খেলিব
দুই জনে মিলে মিলে কত ফুল তুলিব।—
কত পাখী গাছে ব'সে, গান গাবে নব রসে
বনমাঝে দুইজনে তরুতলে বসিয়া
কত সুখ লভিবরে সেই গান শুনিয়া।—
শান্তির মলয়ানিলে দুটী সহচরী মিলে
নিরজনে সেইখানে কতহাসি হাসিব
শশীর অমিয়মাখা মুখখানি হেরিব।—
ঐ তটিনীর বুকে তুলিয়া লহরী সুখে
জীবনের ক্ষুদ্রতরি আশা ধীরি বাহিবে
কত যে নূতন দেশে নিত্য নিত্য আনিবে।—
তোরে বাঁধি ভুজপাশে, রাখি তোরে আশে পাশে
তোর ঠাঁই শিখিবরে তোর সেই ছলনা
সাধে বাদ সাধিলেন কেন বিধি বলনা ?
কেন সে কৌমুদী রাশি, কেন সে ফুলের হাসি
কেন সে মলয় আজি হাসাইতে পারে না
কেন রে বিহগে আর সে সঙ্গীত গাহে না ?—
সুধাকিরে নাহি সুধা রত্নশূন্য কি বসুধা
কিংবা ঐ নির্ঝরিণী নাচেনাকো লহরে
জানেনা কি শোভা ছিল হৃদয়ের ভিতরে ?—

ওরে আশা! তোর হৃদি, কি দিয়া গঠেছে বিধি
একবার বুক খুলে দেখাবি কি বলনা
কি আছে সেখানে দেখি মনে বড় বাসনা।—

কে জানে আশার গাছে, নিরাশা যে ফুলে আছে
তাহলে অমন করে কেন অত যতনে,
হৃদয়ের উপবনে পুতিবরে গোপনে?

এত যে আদর ক'রে কে তাহারে পুষিতরে
সুবাস সুশোভা তার কুঠারের আঘাতে
ছিন্ন করি সিন্ধুনীরে ফেলিতাম দু'হাতে।—

ওরে আশা বিনোদিনী তুই কাল ভুজঙ্গিনী
মুখেতে সরস শোভা অবিরত নেহারি
অন্তরে দহিস কত কালকূট উগারি।—

আমিওরে ঐ রূপে ভুলেছিনু তোর রূপে
কত কি নূতন ছবি চিত্তপটে আঁকিলি
অনন্ত বড়াই(এ) তুই মনে মনে হাসালি।—

কে জানে এমন তর আশা প্রবঞ্চনাপর?
জানি নাই শুনি নাই ভাবি নাই অন্তরে
নবোঢ়া বিধবা হবে বিবাহের বাসরে।—

কি জানি করেছি পাপ প্রায়শ্চিত্ত অভিশাপ
জীবনের সন্ধিস্থলে একে একে বিকাশে
তাই বুঝি আশা তুই পরিণত নিরাশে?

ভ্রম মাখা আশা নাম, ভ্রমে সিদ্ধ মনস্কাম
বিজড়িত ভ্রম হাসি কি আসল-নকলে
ওরে আশা তোর প্রেমে পাগল কি সকলে ?
ঐ ফুল ফুটেছিল কত শোভা বিতরিল
কেন আশা সেই ফুল বৃন্তচ্যুত করিল ?
ছিন্নবৃন্ত হ'তে আহা কত অশ্রু ঝরিল।—
নিশ্চয় দু'দিন পরে ফুলটী যে যেত ঝ'রে
সুবাস সুশোভা তার কিছুইনা রহিত।—
কে না জানে তরুটিও শুকাইয়া যাইত ?
এমন নিঠুরা তুই জানিলে কি তোরে ছুঁই
নয়নে নয়ন রাখি মণিহারা হই কি ?
হৃদয় বদল করে সহচরী করি কি ?
ওরে মায়াবিনী আশা এই তোর ভালবাসা
তোর মনে এই ছিল কে তা আগে জানিত
তাহ'লে যে তোর তরে কে ওরূপে কাঁদিত ?
তোর মুখে দিয়ে ছাই, মাপ চেয়ে তোর ঠাঁই
আলাই বালাই নিয়ে যেতাম যে চলিয়া
তোর পানে মুখ তুলে আরত না চাহিয়া।
কেন লোকে নাহি বুঝে এত শক্তি তোর ভুজে
মরীচিকা কত শত হেরি তোর ছলনে
নিরাশার বিভীষিকা দহে তোর বিহনে।

তোর সে কুহক হাসি হৃদয়ে উঠিল ভাসি
জীবন উজান বয় তরঙ্গিত তুফানে
অনলে বুদ্‌বুদ্‌ ভাসে কিনা হয় কে জানে ?
দরিদ্র আপন ঘরে, হেরে যেন আঁখি পরে
ঐশ্বর্য্য সে সৌদামিনী চির স্থির বিহারে
আপন অবস্থা দশা আর নাহি নেহারে।
আশা তোর বায়ুভরে, জীবনের সরোবরে
কমল কুমুদ ফুল কত কি যে ফুটিত
রোদে কিংবা জোছনায় ধীরে ধীরে দুলিত।
তুহার মোহন বলে, মরুভূমি শতদলে
পূর্ণ হত কুঞ্জবনে শত শোভা বিতরি,
কত অলি ফুল কুলে আকুলিত বিহারি।
তোর সে মুখের হাসি হায়রে এখন বাসি
তোর যে সে শুভদৃষ্টি বিষদৃষ্টি মানসে
যাতনার শরশয্যা ফুলশয্যা দিবসে।
যেমন কুসুম বনে দেখা দিলি নিরজনে
আবার তেমন দেখা দিবি কিরে জীবনে ?
আবার তেমন শোভা হেরিব কি নয়নে ?
নিরাশায় নিরাশায় ছিন্নভিন্ন এই কায়
এখন যে আশা তোর বাণী বুঝি খাটে না।
এখন তেমন দেখা আর যে রে ঘটে না।

ওরে আশা তুই কিরে আর না আসবি ফিরে
অনন্ত বিদায় নিয়ে যথার্থ কি চলিলি
নিরাশার দাবানলে সহচরী রাখিলি ?
ওরে আশা ডাকি তোরে, দিবায় নিশায় ভোরে
একবার একবার দেখা দিস্ নয়নে
এ জীবনে নহে কিন্তু অন্তিমেতে মরণে।
আশা তোর গলা ধরে, বড় ইচ্ছা কাঁদিব রে
শেষের সেদিনে হায় জাহ্নবীর তুফানে
নহে বনে উপবনে জীবনের শ্মশানে।
রচিয়া সুন্দর চিতে তাহাতে প্রফুল্লচিতে
উঠিব দুজনে সুখে যাবি সহমরণে ?
নিশ্চয় হইবে দেখা আশা পুনঃ জীবনে।

—:00:—

শোকে শান্তি।

কে যেন কোথায় গেয়েছিল সেই
মনে কিন্তু হায়! সব তার নেই
সে গীতের আগু চরণ এই।

"যার কেহ নাই তার সব আছে
সমস্ত জগৎ পূর্ণ তার কাছে
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।"

বিপুল এ বিশ্ব জীবজন্তুময়
ভুষিতে সামান্য একটী হৃদয়
পারে কিনা পারে অলীক ভয়।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সুপ্রকাণ্ড কায়
কত কি জিনিষ নিয়ত বেড়ায়
অগণ্য তারকা গগন-গায়।

ফুলে পূর্ণ তরু, লতা কিসলয়ে
ডাকিছে সদাই আনন্দ হৃদয়ে
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ চয়ে।

যার কেহ নাই তারি আঁখি তরে
এত কি আয়াস কষ্ট সাধ্য ক'রে
লাবণ্যে লাবণ্য অপনি ঝরে?

তারি তরে কিগো শশী সূর্য্যোদয়
নৃত্য লহরীর পারাবার ময়
তারি তরে কিগো মলয় বয়?

উন্নত ভূধর শৃঙ্গ মনোহর
শৃঙ্গে শৃঙ্গে দেখাদেখি পরস্পর
অরণ্য কান্তার মরু সুন্দর?

মুক্ত প্রস্রবণে যুক্ত নদীজল
আঁধারে মাধুরি আলোক উজ্জল
রোদে জোছনায় প্রাণ পাগল।
তারি তরে বটে দেশ দেশান্তরে
অগাধ সাগরে ভূধর শিখরে
নিসর্গে সদাই সৌন্দর্য্য ঝরে।
কুসুমিত লতা মুখরিত তরু
তারি তরে শোভে মনোহর চারু
বন উপবন উদ্যান মরু।
সুদূর অম্বরে কি মেদিনীময়
কত কি অদ্ভুত নিত্য সৃষ্টি হয়
জুড়াতে তাহার নয়নদ্বয়।
পাখীর কাকলি সুসঙ্গীত স্রোত
অম্বর সাগর ধ্বনিত সতত
নিসর্গ বিব্রত শোভায় স্বতঃ।
নগণ্য মানব আমি ক্ষুদ্র প্রাণ
কোন কোণে পড়ে রয়েছি অজ্ঞান
আছি কিনা আছি নাহি সন্ধান।
এরা যদি হায় আমারে তুষিতে
অক্ষম বলিয়া পরিচয় দিতে
নাহি লজ্জা পায়, কি ফল জীতে ?

শ্মশানের ফুল।

নিরজনে যবে কাঁদিবরে একা
ফুল সনে যদি হয় মোর দেখা,
বলিবে কেন হে কাঁদিছ সখা ?
তটিনীর কূলে বসিয়া বিরলে
হেরিবরে যবে তরঙ্গের কোলে
টানে টানে টানে লহরী দোলে।
বলিবে লহরী মৃদু মন্দ হাসি
মধুর মধুর মধুর সম্ভাষি
কেন ফেল সখা অশ্রুর রাশি ?
ফুলরেণু তুলি পরিমল ভরি
হিল্লোলে হিল্লোলে আমোদ বিতরি
পবন যখন বহিবে ধীরি।
বলিবে হে সখা আমার মতন
পরহিত ব্রতে বিসর্জ্জ জীবন
সদানন্দে সদা হ'বে মগন।
ভাসিতে হাসিতে প্রকৃতি সুন্দরী
নব তনুখানি সলাজে আবরি
নাচিবে আনন্দে প্রেম বিতরি।
দুলিয়া লতিকা সমীর চঞ্চলে
সুশোভিত দেহ কুসুমের দলে
ভুজাবলী যবে পরাবে গলে

গগনে তারকা জোছনা নয়নে
অমনি সরমে আবৃত বদনে
উপহাস বাণী বলিবে মনে।
দেখি নবভাব করি বিড়ম্বনা
কত দিবে মোরে লাঞ্ছনা গঞ্জনা
জড়প্রকৃতির সরলপ্রাণা।
বলিবে সকলে "সখা" সমস্বরে
আমাদের কিগো মনে নাহি ধরে
এত কি ঐশ্বর্য্য লতায় ঝরে ?
ছিলনা সঙ্গিণী আমরাত আছি
যারে অভিলাষ লও তারে বাছি
সবাই আমরা তোমারে যাচি।
নব পরিণয় স্নেহ বিনিময়
নিরাশ পরাণে আশার উদয়
এখন ধরণী সঙ্গিনীময়।
প্রকৃতির সুরে গাহি দুলে দুলে
সমীরের তালে নাচি কুতূহলে
এখন কাঁদিনা বারেক ভুলে।

—:00;—

সম্পূর্ণ।